সাফল্য গাঁথা

কৃষকঃ আলম মোল্লা

জনাব আলম মোল্লা নবাবগঞ্জ উপজেলার বাহ্রা ইউনিয়নের একজন সফল কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি শুরুতেই একজন সফল কৃষক ছিলেন না। বাণিজ্যিক কৃষির প্রতি তার দুর্বলতা থাকলেও যুগোপযোগী ও সময়োপযোগী কারিগরী জ্ঞানের অভাবে তিনি শুরুতে কৃষি ক্ষেত্রে তেমন সফলতা অর্জন করতে পারছিলেন না। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা এর পরামর্শক্রমে তিনি "কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (তৃতীয় পর্যায়) একজন এসএমই কৃষক হিসেবে প্রদর্শনী নিয়ে তেল ফসল আবাদে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন এবং একজন সফল ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা হিসেবে নথিভূক্ত হন। তিনি তখন বুঝতে পারেন 'ভালো বীজে ভালো ফসল' কথাটি কতখানি সত্য। প্রথম বছরই তিনি ২০০০ কেজি সরিষা বীজ সংরক্ষণ করেন। এ ছাড়া খরিপ-১ মৌসুমে তিনি তিল আবাদ করে ১০০০ কেজি বীজ সংরক্ষণ করেন। ২০২১-২২ মৌসুমের পর হতে তিনি সরিষা,তিল,ধনিয়া ও কালোজিরা ফসলের আবাদ করেন। উপজেলার কৃষি অফিসার, নবাবগঞ্জ , কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার ও উপসহকারী কৃষি অফিসারগণ তার কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ তথা তদারকি করেন। তিনি "কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল,তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (তৃতীয় পর্যায়) পকল্প থেকে বীজ প্যাকেটজাত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাগ, সিল করার মেশিন ও ওজন মাপার মেশিনসহ অন্যান্য জিনিসপত্র পেয়ে বীজগুলো প্যাকেটজাত করে স্থানীয় ডিলার,বাহ্রা ইউনিয়ন ও পার্শ্ববতী ইউনিয়নের কৃষকগণের মাঝে বীজ বিতরণ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং এ কারণে তার মানসম্মত বীজ ব্যবহার করে অন্যান্য কৃষকরাও খুব ভালো ফলন পান। ২০২২-২৩ অর্থবছরে "তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প" এর আওতায় ০৩ একরের প্রদর্শনীতে বারি সরিষা -১৪ আবাদ করে বাম্পার ফলন অর্জন করেন এবং খরিপ-১ মৌসুমে ৩ একর জমিতে তিল আবাদ করেন। তার উৎপাদিত বীজ গুনে, মানে অনন্য হওয়ায় একজন ভালো বীজ বিক্রেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে অর্থনৈতিকভাবে সফলতা অর্জন করেন। বর্তমানে বাহ্রা ইউনিয়নের কৃষকগণের মাঝে জনাব আলম মোল্লা বেশ আলাচিত ব্যাক্তি হিসেবে নিজেকে পরিচিতি করতে পেরেছেন। তার সফলতার গল্প কৃষকগণের মুখে মুখে শোনা যায়।

এছাড়া তিনি প্রতি বছর আলু,ভূট্টা, ধান, ধনিয়া,কালোজিরা এবং সব্জি যেমন-করলা,ধুন্দল,টমেটো,বেগুন চাষ করে বেশ লাভবান হন। কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি যেমন- সেক্স ফেরোমেন ফাঁদ,হলুদ ফাঁদ, সবুজ সার উৎপাদন ও জৈব সার তৈরির মাধ্যমে মাটির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধিতে কার্যকরী ভূমিকা রেখে চলেছেন।

আলম মোল্লা ব্যক্তিগতভাবে একজন কঠোর পরিশ্রমী মানুষ। তিনি কৃষিকে বাণ্যিজ্যিকভাবে নিয়েছেন ও সফল হয়েছেন। নিরাপদ ফসল ও শাকসব্জি উৎপাদনে তিনি কার্যকরী ভূমিকা রেখে চলেছেন। উপজেলা কৃষি অফিস, নবাবগঞ্জ, ঢাকা থেকে তাকে "তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প" থেকে একটি তেল নিষ্কাশন যন্ত্র প্রদান করা হয়। যন্ত্রটি দ্বারা প্রতিদিন ৫.৫ মন সরিষা ভাঙানো যায় যা থেকে ৩৫% তেল নিষ্কাশন সম্ভব। গত ১২/০২/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে "তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প" থেকে তেল নিস্কাশন মেশিনটি 'মাঠদিবস ও কারিগরী আলোচনা"র মাধ্যমে আলম মোল্লাকে প্রদান করা হয় ও একজন সফল বীজ উৎপাদন ও বিতরণ উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত করে দেয়া হয়। তার কাছ থেকে উপজেলা কৃষি অফিস নবাবগঞ্জ কৃষি অফিস ফলোআপ বীজ সংগহ করে। সেই সাথে তিনি ঐ এলাকার কৃষকগণের সরিষা ও তিল বীজ ভাঙিয়ে দেবেন এবং সততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করবেন বলে সবাইকে আশ্বস্ত করেন।

এভাবে জনাব আলম মোল্লা একজন সাধারণ কৃষক থেকে সফল কৃষক, তথা সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত হন। এছাড়া তিনি এ চাষাবাদ পদ্ধতি আরও সম্প্রসারণ করবেন এবং কৃষির উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তার এ সাফল্য এবং অর্জন সবার কাছে অনুকরণীয় হয়ে থাকুক।

মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়
নবাবগঞ্জ, ঢাকা।